দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২২।১১।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

090

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: কিছু অভিযোগ

প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তি নিয়ে ঘাপলার শেষ নেই। এ নিয়ে লিখেছি। লিখেছি বিকিকিনির কথা। দুঃখজনক পরিস্থিতির কথা। এখন মনে হচ্ছে নিজেই বুঝতে পারছি না কর্তৃপক্ষ কি চান। কারণ, অভিযোগের শেষ নেই। এ অভিযোগ শুধু টাকা দেয়া নেয়া নিয়ে নয়। অভিযোগ আছে শিক্ষক নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে। অভিযোগ আছে সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে; আমি আশা করব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগগুলো পড়ে দেখবেন। এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

প্রথম অভিযোগ, আমার নিজের তরফ থেকে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি হতে পারে একথা বার বার লিখেছি। কিন্তু লেখার ফলে কর্তৃপক্ষ সচেতন হয়েছেন বলে আজ আর মনে হচ্ছে না। মনে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রের লেখালেখিকে খুব একটা দাম দেন না। আমার ধারণা সত্য হলে জাতির পক্ষে কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নয়।

আমি আজ দুর্নীতির ফিরিস্তি দেব না। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে অনেক চিঠি আমার কাছে আছে, আমার কাছে লিখিত চিঠি ছাড়া খবর আছে সংবাদপত্রের পাতায়। একটি খবরে বলা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির দায়ে একটি উপজেলার নির্বাহী অফিসারসহ অনেকেই গেফতার হয়েছেন। আরেকটি খবরে বলা হয়েছে একজন নির্বাহী অফিসার তাঁর প্রিয়জনকে চাকরি দিয়েছেন। একটি কেন্দ্রের খবরে বলা হয়েছে চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগেই প্রকাশ হয়ে গেছে। আরেকটি খবরে বলা হয়েছে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন কারণ উল্লেখ না করেই বার বার চাকরির পরীক্ষার তারিখ পিছানো হয়েছে। এছাড়া আছে অন্যান্য দুর্নীতি ও স্বজন-প্রীতির কথা।

আমি ইচ্ছা করেই এই ঘটনাগুলোর বিশদ বিবরণ দিতে চাই না। কারণ শিক্ষা এবং শিক্ষকের প্রশ্নটি একান্তই নাজুক। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গেলে সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়। সমাজে শিক্ষকদের এখনো একটা শ্রদ্ধার আসন আছে। এই শিক্ষকতা যাঁরা করতে চাচ্ছেন, যাঁরা পরীক্ষায় বসছেন বা যাঁরা পরীক্ষা নিচ্ছেন এবং নিযুক্তিপত্র দিচ্ছেন, তাঁদের নাম ধরে আমি ডাকতে চাই না। আমি জানি মোটামুটিভাবে এদের সকলের খবরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানেন। এবং আশা করব এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার করবে কে? এই অভিযোগ করেছেন একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাকরির প্রার্থী এঁদের অভিযোগ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে। এঁরা অনেকেই এসএসসি বা এইচএসসি পাস করে শিক্ষক হবার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন। এবং দীর্ঘদিন পর তাঁরা বুঝতে পারছেন যে চাকরি পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ প্রাথমিক শিক্ষকের পদটি এখন কঠিন এবং অসম প্রতিযোগিতামূলক। চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদের জন্য বিএড বা এমএড প্রার্থীরাও দরখাস্ত করতে পারবেন। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে এসএসসি/এইচএসসি পাস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাকরি প্রার্থীদের কি হবে, আমি নিজেও বুঝতে পারছি না সরকার এ সিদ্ধান্ত কেন নিলেন। এ বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষক পদে এ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকরি পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাহলে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হল কেন? কেনই বা প্যানেলে নাম ঢুকিয়ে প্রতীক্ষায় রাখা হল মাসের পর মাস?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের এ চাকরি দেয়া হলে এসএসসি বা এইচএসসি পাস প্রার্থীদের ডাকার কি প্রয়োজন ছিল? আমার মূল প্রশ্ন হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার যোগ্যতার কোন মাপকাঠি স্থির হয়েছে কি? যদি স্থির হয়ে থাকে যে ডিগ্রীধারীদেরও ঐ পদ দেয়া হবে তাহলে তা কোন ভিত্তিতে করা হয়েছে? বিএড, এমএডদের এই চাকরি দেয়া হলে প্রাথমিক শিক্ষক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রাখার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? যারা চাকরি পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অন্যদের সাথে পারবে না লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোন অর্থ আছে কি? আমার কথা হচ্ছে এই চাকরির প্রশ্নটি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং শিক্ষকের প্রশ্নটি। আমি মনে করি ডিগ্রীধারীদের এই পদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে প্রাথমিক শিক্ষক ইনস্টিটিউশনের কোন প্রয়োজন নেই। এবং সেক্ষেত্রে ডিগ্রীধারীদের মধ্যেই চাকরি সীমাবদ্ধ করা উচিত। এতে ব্যয় অনেক কমবে। পিটিআই ট্রেনিং নিয়ে বছরের পর বছর কাউকে ব্যর্থ প্রতীক্ষা করতে হবে না।

এর পরের অভিযোগটি গুরুতর। এ অভিযোগ সচিবালয়ের বিরুদ্ধে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে দীর্ঘদিন যাবৎ মন্ত্রণালয় থেকে নাকি প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্ত করা হচ্ছে। এদের কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। দু একটি সুপারিশ সংগ্রহ করতে পারলেই হয়। এবং বাড়তি প্রয়োজন নাকি কিছু লেনদেন। এই অবস্থা চলতে থাকে বিভিন্ন উপজেলা গঠনের পরেও।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে মহকুমা শিক্ষা কমিটি বা উপজেলা শিক্ষা কমিটিই সব নিয়োগপত্র দেবে। জানা গেছে এই নিযুক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ এলে সম্প্রতিকালে একটি নির্দেশ জারি করা হয়। নির্দেশে বলা হয় যে ১৫ই আগস্টের পর এভাবে নিযুক্ত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঘটনাটি খুব চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর নয় কি? সকলের কাছেই প্রশ্ন জেগেছে এতদিন এ ধরনের নিযুক্তি কারা কিভাবে এবং কোন ভিত্তিতে দিয়েছেন? এবং কেনই বা ১৫ই আগস্টের পর নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগ বাতিল করা হবে? এক হজে দুই ফল হবে কেন?

এ প্রশ্নের জবাব পেলে আমিও খুশী হব। এ অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে আমি স্থিরনিশ্চিত। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমি জানি। জানি টাকা দেয়া-নেয়ার কাহিনী। আর এও জানি যে এই টাকা নেয়ার ঘটনা প্রমাণ করাও সহজ নয়।

শুধু একটি খবর দিতে পারি যে গ্রাম-গ্রামান্তরে ১৫ই আগস্টের পর নিযুক্ত অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার খবর আমি জানি। এঁরা অনেক টাকা খরচ করে চাকরি পেয়েছিলেন এখন তাঁরা ছুটছেন থানা এবং মহকুমা শিক্ষা অফিসারের পেছনে। দেন-দরবার করতে এসেছেন ঢাকার সচিবালয়ে, কর্তৃপক্ষ প্রমাণ চাইলে আমি প্রমাণ দিতে রাজী আছি। আমার শুধু জানার ইচ্ছা এ ঘটনা ঘটলো কি করে? সচিবালয় থেকে কারা চাকরি দিলেন? মন্ত্রণালয়ের কারাই বা এর সাথে জড়িত ছিলেন আর কেনই বা ১৫ই আগস্টের পরে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি গেল? ওদের চাকরিও গেল, টাকাও গেল। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এই নৈরাজ্যের জন্য দায়ী কে বা কারা? এর পরেও কি শিক্ষাব্যবস্থা নিষ্কলুষ, পবিত্র এবং দুর্নীতিমুক্ত রাখা সম্ভব?

—অনিকেত